Jagannath University Journal of Social Sceicne,
Vol. 13. Issue 1, 2024-2025, https://doi.org/10.3329/jnujss.v13i87549

ঠার ভাষা: মালবেদে জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিচয় ও সংরক্ষণের প্রয়াস

Kazi Mizanur Rahman[*]
Associate Professor
Department of Anthropology
Jagannath University

Abstract

The main objective of this article is to analyze the Malbedey community's linguistic identity and endeavor to preserve their language. This community lives in Gopalpur village at Haldia union in Munshiganj. The Malbedey people have their own language called Thar language. Despite increasing sociolinguistic pressures from the dominant Bengali language and growing threats of language endangerment, the Malbedey people have strategically maintained their linguistic heritage through selective intra-community use of Thar. It serves not only as a means of communication but also as a tool of resistance against symbolic domination and cultural assimilation. Employing Austin and Sallabank's concept of Marginal languages become endangered due to the influence of dominant languages, Pierre Bourdieu's theory of symbolic capital, and James C. Scott's concept of hidden transcripts and everyday resistance, the article reveals how the Malbedey people's linguistic choices reflect deeper socio-political dynamics. Thar is not merely a vernacular; it is a symbolic boundary marker that constructs and protects communal identity. However, the Thar language is a sign language that has no written form. The Malbedey use the Thar language to protect the privacy of sensitive issues within the community. For example, they use the Thar language during illegal economic activities. It can also be seen that they feel comfortable exchanging ideas in this language. However, there is no effective system to preserve the Thar language. As a result, it is on the verge of extinction today. For this reason, this study emphasizes the urgency of documenting and supporting indigenous languages like Thar in contexts where dominant cultures continue to marginalize and displace local linguistic traditions. The present research paper is composed of data collected through direct fieldwork following anthropological methods. The research methods include observation, purposive sampling, in-depth interviews, and key informants. Besides, the help of secondary data has been taken to make the essay authentic. The fieldwork duration was from March 2022 to December 2022.

Keywords: *Thar language, Malbedey community, Linguistic identity, Cultural resistance, Symbolic power*

[*] **Corresponding author:** Dr. Kazi Mizanur Rahman, Email: kazimizanurr@yahoo.com
Submission: 05.01.2025; Acceptance: 21.09.2025

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে একটি হলো বেদে জনগোষ্ঠী। বেদেরা যে সকল উপশাখায় বিভক্ত সেগুলো হলো সানদার, বাজিকর, মাল, সাপুরিয়া, রাসিয়া, বা-বাজিয়া এবং মির-শিকারী (Wise, 1883)। এরা অতীতকাল থেকে নৌকায় ঘুরে ঘুরে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে এবং গ্রামবাংলায় চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও চিত্ত-বিনোদনকারী হিসেবে বিবেচিত (লাইজু, ২০১১)। এছাড়া বেদেদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে। এই ভাষার নাম ঠেট বা ঠের অথবা ঠার। নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় তারা এই ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। বেদে জনগোষ্ঠীর এই ঠার ভাষার অধিকাংশ শব্দই বাংলা ভাষার আদি রূপ থেকে এসেছে (খান, ২০১১)। উল্লেখ্য বেদেদের এমনি একটি উপশাখা হচ্ছে মালবেদে জনগোষ্ঠী যাদের প্রথাগত পেশা সাপ ধরা ও বিক্রি করা, দাঁতের পোকা ফেলা, রসবাতের তেল বেচা, সাপের বিষ ঝাড়া, তাবিজ বিক্রি ও সিঙ্গা লাগানো। তবে বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য তারা প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে অধিকাংশই গ্রামগঞ্জে খাবারের হোটেল, সেলুনের দোকান, অটোচালক, মুদি দোকানদার, কাঠমিস্ত্রি, দর্জি কাজ, বই বিক্রি, ফেরিওয়ালা ও দিনমজুরিসহ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। বেদে জনগোষ্ঠীর উপশাখা হিসেবে মালবেদেদের মধ্যেও ঠার ভাষা বিদ্যমান রয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, লিখিত রুপ, এবং শিক্ষা ও গণমাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির অভাবে এই ভাষাটি বর্তমানে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। তবুও এটি এখনও মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঘরোয়া ও আচার-অনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যম, যা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামাজিক সংহতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব, সামাজিক পরিচয়, রাজনৈতিক অবস্থান এবং প্রতিরোধের প্রতীক (Fishman, 1991; Ahearm, 2021)। বাংলাদেশের বহুভাষিক বাস্তবতায় শিক্ষা, প্রশাসন ও গণমাধ্যমে বাংলা ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য সংখ্যালঘু ভাষাগুলোকে কাঠামোগত অবহেলার মধ্যে ফেলেছে (Annmalai, 2010; Mohsin, 2003)। ফলে চাকমা, মারমা, সাঁওতালসহ মালবেদে জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলো ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। ভাষা টিকে থাকার অন্যতম মাধ্যম হলো আন্তঃপ্রজন্ম আদানপ্রদান। এই ধারাবাহিকতা না থাকায় বহু নৃগোষ্ঠীর ভাষার ন্যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষাও বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে পরেছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব স্থাপন করলেও, অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা উপেক্ষিত থেকে গেছে (Uddin, 2006)। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি রাষ্ট্রের উদাসিনতা এই ভাষাগুলোকে সংকটে ফেলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়াও ভাষা টিকে থাকতে পারে- যদি তা সাংস্কৃতিক চর্চা ও সামাজিক নেটওর্য়াকে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। তবে মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা সাংস্কৃতিক চর্চা ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধের ফল হিসেবে এখনও টিকে আছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার ভাষিক পরিচয় এবং সংরক্ষণের প্রয়াস। এই প্রেক্ষিতে Austin and Sallabank-এর আধিপত্যশীল ভাষার প্রভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং Pierre Bourdieu- এর ভাষা ও প্রতীকী ক্ষমতার তত্ত্ব এবং James C. Scott-এর নিত্যদিনের প্রতিরোধের ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান ও ভাষার প্রাণশক্তি বিষয়ক সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত অর্ন্তদৃষ্টি বিশ্লেষণকে সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি গবেষণা পত্রটি রচনায় নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিবিড় মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে।

২. তাত্ত্বিক কাঠামো

অস্টিন এবং সাল্লাব্যাঙ্ক : আধিপত্যশীল ভাষার প্রভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ে বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৭,০০০ ভাষা প্রচলিত এবং এর মধ্যে অন্তত অর্ধেক ভাষা কয়েক প্রজন্ম পরে আর টিকে থাকতে পারবে না। কারণ শিশুরা সেই ভাষাগুলো প্রথম ভাষা হিসেবে শেখে না। আর এই ধরনের ভাষাকে বিপন্ন ভাষা বলা হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে নাটকীয়ভাবে ভাষার বৈচিত্রতা হারিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার

জন্য প্রয়োজন ভাষা সংরক্ষণ করা। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ভাষা এবং জনসংখ্যা তির্যকভাবে বন্টিত। খুব কম সংখ্যক বড় ভাষা রয়েছে (শীর্ষ বিশটি ভাষা, যেমন- চীনা, ইংরেজি হিন্দি/উর্দু, স্প্যানিশ ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি ভাষা ৫০ মিলিয়নেরও বেশি ভাষাভাষী এবং একই সাথে বিশ্বের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ এই ভাষাতে কথা বলে), এবং খুব বড় সংখ্যক ছোট ভাষা যাদের ভাষী সম্প্রদায় হাজার হাজার বা শত শত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষার বক্তাদের হাতে থাকে, আর হাজার হাজার সংখ্যালঘু ভাষা প্রান্তিক অবস্থায় থাকে এবং তাদের ভাষার উপর প্রভাবশালী ভাষাগুলিতে স্থানান্তরিত হওয়ার চাপ থাকে। গত ষাট বছরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের সংখ্যা আমূল হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া, এশিয়া এবং আমেরিকায়। এছাড়াও, চাপের মুখে থাকা ভাষাগুলিতে বয়সভেদে পরিবর্তন দেখা যায়, যেখানে কেবল বয়স্ক ব্যক্তিরা কথা বলে থাকেন। সাধারণত হুমকির মুখে থাকা ভাষাগুলি তরুণরা ত্যাগ করে তারা আরও শক্তিশালী আঞ্চলিক, জাতীয় বা বিশ্বব্যাপী ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে। ভাষার এই দ্রুত পরিবর্তন, এক বা দুই প্রজন্ম ধরে, অথবা এটি ধীরে ধীরে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম ধরে ঘটতে পারে। বহুভাষাভাষীরা যখন দুই বা ততোধিক ভাষা ব্যবহার করে তখনই ভাষার পরিবর্তন ঘটে। এমতাবস্থায় বিশ্বায়ন এবং প্রভাবশালী ভাষার চাপে তাদের ভাষা বিপন্ন হওয়ার মুখে পরে এবং ভাষা সংরক্ষণ তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পরে। বিপন্ন ভাষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভাষা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্ণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় যা 'ডকুমেন্টারি ভাষাতত্ত্ব' নামে পরিচিত। এথনোলগের উৎস অনুসারে পৃথিবীতে মানুষ ৭,১৩৯ টি ভাষায় কথা বলে, যার মধ্যে ৪২% আজ বিপন্ন। কারণ ভাষিকরা তাদের সন্তানদেরকে আরও প্রভাবশালী ভাষা শেখাতে এবং বলাতে সহযোগিতা করেন (Austin and Sallabank, 2011)।

৩. পিয়ের বুর্দিয়ু : ভাষা, হ্যাবিটাস ও প্রতীকী পুঁজি

Bourdieu (1991) এর মতে, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি ক্ষমতা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক অবস্থানের প্রতীক। তিনি আরও বলেন, ভাষা হলো একটি প্রতীকি পুঁজি যা ব্যবহার করে মানুষ সমাজে ক্ষমতার চর্চা করে এবং অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং প্রধান ভাষাগুলো অধিক প্রতীকী পুঁজি অর্জন করে এবং সংখ্যালঘু ভাষাগুলো প্রান্তিক হয়। ঠার ভাষা বৃহত্তর ভাষাগত বাজারে অর্থনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না পেলেও মালবেদে জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে এটি একটি প্রতীকী পুঁজি–যা অর্ন্তভুক্তি, আনুগত্য ও গোষ্ঠীগত সংহতির প্রতীক। হ্যাবিটাস ধারণা দিয়ে Bourdieu (1977) বোঝান যে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও অবস্থান মানুষের আচরণ ও ভাষা ব্যবহারের ধারা তৈরি করে। মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা এই হ্যাবিটাসেরই ফল। বাংলাভাষী বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মিশলে তারা কৌশলগত কারণে বাংলা ব্যবহার করে, কিন্তু নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ঠার ভাষা। Bourdieu (1991)-এর প্রতীকী সহিংসতা তত্ত্বটিও এখানে প্রাসঙ্গিক। সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যখন প্রধান ভাষাকে গ্রহণ করে নিজের ভাষাকে তুচ্ছ করে, তখন তারা নিজেদের প্রান্তিকতাকে স্বীকৃতি দেয়। একইভাবে মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতীকী সুহিংসতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে ঠার ভাষা বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে পরেছে-যা সাংস্কৃতিক আত্মীকরণকে স্বীকার করে।

৪. জেমস সি. স্কট : গোপন প্রতিলিপি ও প্রতিদিনের প্রতিরোধ

Scott (1985; 1990) দেখান যে, ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সবসময় প্রকাশ্য হয় না; প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়ই গোপন ভাষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা একটি 'গোপন প্রতিলিপি'–যা তারা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে। সরকারী দপ্তর, স্কুল বা বাজারে তারা বাংলা ব্যবহার করে, কিন্তু গান, গল্প, আচার ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ঘনিষ্ঠ পরিসরে তারা ঠার ভাষা ব্যবহার করে। এই কৌশলে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এবং আধিপত্যশীল ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি এক প্রকার নীরব চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়-যা সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে,

মালবেদে জনগোষ্ঠীর কোড-সুইচিং-বাংলা ও ঠারের মধ্যে প্রেক্ষিতভিত্তিক ভাষা পরিবর্তন একটি সচেতন কৌশল। এটি সাধারণত দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক পরিবেশে ঘটে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সুইচ করে। এই কারণে ঠার ভাষা বৃহত্তর ভাষা থেকে সুরক্ষিত থেকে এখনও টিকে আছে। 'Ethnolinguistic Vitality'(Giles et al., 1977) তত্ত্ব অনুযায়ী, ঠার ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন সীমিত হলেও সম্প্রদায়ের মনোভাব ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার এর টিকে থাকার প্রধান কারণ।

অস্টিন এবং সাল্লাব্যাঙ্কের আধিপত্যশীল ভাষার প্রভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ে, বুর্দিয়ুর প্রতীকী পুঁজি ও হ্যাবিটাস, এবং স্কটের গোপন প্রতিলিপি তত্ত্ব মিলিয়ে দেখা যায়- ঠার ভাষা কেবল ভাষাগত বিষয় নয়; এটি মালবেদে জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, পরিচয় সংরক্ষণ ও সামাজিক ক্ষমতার অবস্থান নির্ধারণের একটি কৌশল। ভাষার এই ব্যবহার বহিরাগতদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তা গভীর সামাজিক অর্থ বহন করে। এটি নির্ধারণ করে কে 'আপন' আর কে 'পর', কোন বিষয় বৃহত্তর সমাজে শেয়ার করা যাবে, আর কোনটি গোপন রাখা হবে। এই বাস্তবতাটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে আলোচ্য গবেষণা দেখায় কীভাবে ঠার ভাষা মালবেদে জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র রক্ষার প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে।

৫. গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা এলাকা ও জনগোষ্ঠী :

এই প্রবন্ধটি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাঠকর্মের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে্ রচনা করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা কর্মটি বস্তুনিষ্ঠ করার প্রয়োজনে গুনগত পদ্ধতির পাশাপাশি পরিমানগত পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হযেছে। গবেষণার শুরুতে গোপালপুর গ্রামে একটি শুমারী জরিপ করা হয়। জরিপ অনুযায়ী গোপালপুর গ্রামে মোট মালবেদে খানা সংখ্যা ২৫৫টি এবং বেদে সংখ্যা ১৪১৫ জন। তম্মধ্যে পুরুষ ৭৩০ জন এবং মহিলা ৬৮৫ জন। এবং উপাত্ত সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৫৫ জন তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়। তম্মধ্যে ৩০ জন প্রথাগত পেশায় (১৮জন নারী, ১২ জন পুরুষ) এবং ২৫জন পরিবর্তিত পেশা অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত (১৭জন পুরুষ, ৮জন নারী)। এই প্রেক্ষিতে আধা-কাঠামোগত প্রশ্নমালা অনুসারে নির্বাচিত তথ্যদাতাদের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা বিশ্লেষণে সঠিক তথ্য সংগ্রহে প্রধান তথ্যদাতা ও দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। মাঠকর্মের পাশাপাশি বেদে জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত গবেষনাকর্ম (পূর্বেকার), বই, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন অধ্যয়ন করা হয়েছে যা গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি রচনায় মালবেদে জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত গোপালপুর গ্রামকে নির্বাচন করা হয়েছে। গোপলপুর গ্রামে মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। গ্রামটি ঢাকা-মাওয়া সড়কের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গোপালপুর গ্রামের পূর্বে হাড়িয়া মুইন্সা গ্রাম ও পশ্চিমে মাওয়া ফেরিঘাট অবস্থিত এবং দক্ষিণে পাইকশা গ্রাম, পদ্মা নদী ও উত্তরে শ্রীনগর ফেরিঘাট (বর্তমানে নেই)। গোপালপুর গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটি খাল প্রবাহিত হয়েছে যার দুই পাশে মালবেদেরা বসবাস করছে। তবে খালের ওপর নির্মিত একটি সেতু উভয় পাশের জনগোষ্ঠীকে সংযোগ করেছে। গোপালপুর গ্রামের আবহাওয়া মূলত শুস্ক ও আর্দ্র। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার অনাবৃষ্টিও লক্ষ্য করা যায়। অনাবৃষ্টির কারণে অনেক সময় গোপালপুর গ্রামের কৃষকরা ডিপ কল বসিয়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করে কৃষি কাজ করে। আবার দেখা যায় গ্রাম সংলগ্ন নদী থেকে পাম্পের সাহাযো পানি সংগ্রহ করে কৃষি কাজ করে। গোপালপুর গ্রামের কৃষকরা মূলত ধান, আলু ও শাক সবজির চাষ করে থাকে। এছাড়া গ্রামে পেয়ারা, বড়ই, আম, কাঠাল, কামরাঙ্গা, নারকেল ও বিভিন্ন কাঠ গাছ রয়েছে। মাঠকর্মে দেখা যায় গোপালপুর গ্রামে ৪টি মসজিদ, ২টি মাদ্রাসা, ৩টি মন্দির, ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি বাজার, ১টি ক্লাব, ১টি পোস্ট অফিস ও ১টি পুকুর আছে। এখানে সপ্তাহে মঙ্গলবার হাট বসে।

মালবেদে জনগোষ্ঠী মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণি বলে তাদের কেউ কৃষিকাজ করে না। তবে তাদের মধ্যে অনেকে মজুরি শ্রমিক হিসেবে কৃষি জমিতে কাজ করে। এই জনগোষ্ঠীর প্রথাগত পেশা হলো, সাপ ধরা এবং বিক্রি করা, সিঙ্গা লাগানো, কড়ি মালা ও তাবিজ বিক্রি ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা যায় বর্তমানে মালবেদেদের অনেকে তাদের প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। যেমন : কাঠ মিস্ত্রী, ফেরিওয়ালা, খাবারের দোকান, টেইলারী, মুদি দোকান, ফলের ব্যবসা, বইয়ের ও সেলুনের দোকান। মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে নৌকায় বসবাস করতো। কিন্তু বর্তমানে তাদের কোন পরিবার নৌকায় বসবাস করে না। সকলে এখন ডাঙ্গায় কেউ স্থায়ী, কেউ আবার অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তাদের বসত বাড়ির জায়গা ছাড়া কোনো কৃষি জমি নেই। তবে বসত বাড়ির জায়গা আবার সকলের নেই। মালবেদেরা বাড়িতে হাঁস, মুরগি, কবুতর ও বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ করে থাকে। । মালবেদে পরিবার এখনও তাদের ঐতিহ্যবাহী ঘরে বসবাস করে, যেমন: ভূমি সমতল থেকে ৪/৫ ফুট উচ্চতায় শক্ত খুটির সাথে বাশেঁর ঘরের মেঝে তৈরি এবং টিনের ছাউনি, চারপাশে কাঠের ও বাশেঁর বেড়া দিয়ে আবৃত। পাশাপাশি তাদের টিনের ঘর ও পাকা ঘরও আছে। তবে এখনও ১৫টি মালবেদে পরিবার তাবুতে বসবাস করে। এছাড়া গবেষণা অনুসন্ধানে দেখা যায় মালবেদেরা বর্ষাকালে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যায় এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ (শুকনো মৌসুমে) মাসে আবার গোপালপুর গ্রামে চলে আসে। আবার বর্তমানে দেখা যায় মালবেদেরা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের সময় এবং ঈদুল আযহায় গোপালপুর গ্রামে চলে আসে । বিশেষ করে ঈদুল আযহার সময় তাদের নানা অপরাধের সালিশ নিস্পত্তি এবং বিয়ে সম্পন্ন হয়।

৫.১ গবেষিত গোপালপুর গ্রামের মালবেদে জনগোষ্ঠীর জনমিতি ধারণা

সারণি-১: গোপালপুর গ্রামের মালবেদে জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা, বিবাহ, শিক্ষা, পেশা, বাসস্থান ও ভূমি সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাস :

তালিকা/ দফা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	
জনসংখ্যা বিন্যাস	১৪১৫ জন	৭৩০ জন (৫১.৫৯%)	৬৮৫ জন (৪৮.৪১%)	
শিক্ষা বিন্যাস	মোট জনসংখ্যা	শিক্ষিত	নিরক্ষর	
	১৪১৫ জন	৬০২ জন (৪১.০৬%)	৮৩৪ জন (৫৮.৯৪%)	
বিয়ে বিন্যাস	মোট জনসংখ্যা	বিবাহিত	অবিবাহিত	তালাক/বিধবা/বিপত্নীক/পরিত্যক্ত
	১৪১৫ জন	৭৭৮ জন (৫৪.৯৮%)	৬০২ জন (৪২.৫৫%)	৩৫ জন (২.৪৭%)
পেশা বিন্যাস	মোট খানা সংখ্যা	প্রথাগত পেশা (খানা সংখ্যা)	অনানুষ্ঠানিক পেশা (খানা সংখ্যা)	নির্ভরশীল/অবসর (খানা সংখ্যা)
	২৫৫টি	১৮৮ (৭৩.৭২%)	৬৩ (২৪.৭১%)	০৪ (১.৫৭%)
বাসস্থান বিন্যাস	মোট খানা সংখ্যা	টিনের বাড়ি (খানা সংখ্যা)	ইটের বাড়ি (খানা সংখ্যা)	ডেরা (খানা সংখ্যা)	তাঁবু (খানা সংখ্যা)
	২৫৫টি	১৮৫ (৭২.৫৫%)	৩০ (১১.৭৬%)	২৫ (৯.৮১%)	১৫ (৫.৮৮%)
ভূমি বিন্যাস	মোট খানা সংখ্যা	ভূমির মালিক (খানা সংখ্যা	ভূমিহীন (খানা সংখ্যা)	লিজ (খানা সংখ্যা)	খাস (খানা সংখ্যা)
	২৫৫টি	২২৮টি (৮৯.৪১%)	১৯টি (৭.৪৫%)	০৪টি (১.৫৭%)	০৪টি (১.৫৭%)

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

সারণিতে-১ : এ গোপালপুর গ্রামের মালবেদে জনগোষ্ঠীর জনমিতি দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে গোপালপুর গ্রামে মোট জনসংখ্যা ১৪১৫ জন, তার মধ্যে পুরুষ ৭৩০ জন (৫১.৫৯%), নারী ৬৮৫ জন (৪৮.৪১%) এবং ১৪১৫ জনের মধ্যে শিক্ষিত ৬০২ জন (৪১.০৬%), নিরক্ষর ৮৩৪ জন (৫৮.৯৪%)। এছাড়া ১৪১৫ জনের মধ্যে বিবাহিত ৭৭৮ জন (৫৪.৯৮%), অবিবাহিত ৬০২ জন (৪২.৫৫%), তালাক/বিধবা/বিপত্নীক/পরিত্যক্ত ৩৫ জন (২.৪৭%)। আবার গোপালপুর গ্রামে মালবেদে জনগোষ্ঠীর মোট ২৫৫টি খানার মধ্যে ১৮৮ জন (৭৩.৭২%) খানা প্রধান প্রথাগত পেশায়, ৬৩ জন (২৪.৭১%) খানা প্রধান অনানুষ্ঠানিক পেশায়, ০৪ জন (১.৫৭%) খানা প্রধান অবসর বা নির্ভরশীল এবং ২৫৫টি খানার মধ্যে টিনের বাড়ি ১৮৫টি খানার (৭২.৫৫%), ইটের বাড়ি ৩০টি খানার (১১.৭৬%), ডেরা ২৫টি খানা (৯.৮১%), তাঁবু ১৫টি খানার (৫.৮৮%)। এছাড়া ২৫৫টি খানার মধ্যে ভূমির মালিক ২২৮টি খানা (৮৯.৪১%), ভূমিহীন ১৯টি খানা (৭.৪৫%), লিজ ০৪টি খানা (১.৫৭%), খাস ০৪টি খানা (১.৫৭%)।

সারণি-২ : নির্বাচিত তথ্যদাতাদের বয়স, পেশা ও লিঙ্গ বিন্যাস

দফা	অনানুষ্ঠানিক পেশা			প্রথাগত পেশা			মোট নির্বাচিত উত্তরদাতা
বয়স বিন্যাস	তথ্যদাতার সংখ্যা	পুরুষ	নারী	তথ্যদাতার সংখ্যা	পুরুষ	নারী	
১০-২০	৫ (৯.০৯%)	২ (৩.৬৪%)	৩ (৫.৪৫%)	৫ (৯.০৯%)	২ (৩.৬৪%)	৩ (৫.৪৫%)	
২০-৩০	৭ (১২.৭৩%)	৫ (৯.০৯%)	২ (৩.৬৪%)	৯ (১৬.৩৬%)	৩ (৫.৪৫%)	৬ (১০.৯১%)	৫৫ জন
৩০-৪০	৬ (১০.৯১%)	৫ (৯.০৯%)	১ (১.৮২%)	৭ (১২.৭৩%)	৩ (৫.৪৫%)	৪ (৭.২৭%)	
৪০-৫০	৪ (৭.২৭%)	৩ (৫.৪৫%)	১ (১.৮২%)	৫ (৯.০৯%)	২ (৩.৬৪%)	৩ (৫.৪৫%)	
৫০-৬০	২ (৩.৬৪%)	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	২ (৩.৬৪%)	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	
৬০-৭০	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	০ (০%)	২ (৩.৬৪%)	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	
মোট তথ্যদাতা	২৫ জন (৪৫.৪৫%)	১৭ জন (৩০.৯০%)	০৮ জন (১৪.৫৫%)	৩০ জন (৫৪.৫৫%)	১২ জন (২১.৮২%)	১৮ জন (৩২.৭৩%)	(১০০%)

(উৎস : মাঠকর্ম ২০২০-২২)

এখানে সারণি ২-এ নির্বাচিত উত্তরদাতাদের বিভিন্ন বয়স, পেশা এবং লিঙ্গ বিন্যাস দেখানো হয়েছে। বিন্যাসটিতে দেখা যাচ্ছে, ৫৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৫ জন (৪৫.৪৫%) অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত, এর মধ্যে পুরুষ ১৭ জন (৩০.৯০%) ও নারী ০৮ জন (১৪.৫৫%) এবং ৩০ জন (৫৪.৫৫%) প্রথাগত পেশায় জড়িত, এর মধ্যে পুরুষ ১২ জন (২১.৮২%) ও নারী ১৮ জন (৩২.৭৩%)। অর্থাৎ প্রথাগত পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বেশি এবং অনানুষ্ঠানিক পেশায় পুরুষের অংশগ্রহণ বেশি।

সারণি-৩ : নির্বাচিত তথ্যদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	তথ্যদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহিত	৪০ জন	৭২.৭৩%
অবিবাহিত	১৫ জন	২৭.২৭%
মোট তথ্যদাতা	৫৫ জন	১০০%

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

সারণি ৩-এ, ৫৫ জন তথ্যদাতার বৈবাহিক অবস্থা দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ৫৫ জন (১০০%) তথ্যদাতার মধ্যে ৪০ জন বিবাহিত (৭২.৭৩%) এবং ১৫ জন অবিবাহিত (২৭.২৭%)।

সারণি-৪ : নির্বাচিত তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	তথ্যদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
এইচএসসি	১ জন	১.৮২%
এসএসসি	১ জন	১.৮২%
প্রাথমিক	১০ জন	১৮.১৮%
অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	১৫ জন	২৭.২৭%
নিরক্ষর	২৮ জন	৫০.৯১%
মোট তথ্যদাতা	৫৫ জন	১০০%

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

সারণি-৪ এ ৫৫ জন তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা উপস্থাপন করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ৫৫ জন (১০০%) তথ্যদাতার মধ্যে ২৮ জন নিরক্ষর (৫০.৯১%), ১৫ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন (২৭.২৭%), ১০ জন প্রাথমিক শিক্ষা (১৮.১৮%), এসএসসি পাশ ০১ জন (১.৮২%), এইচএসসি পাশ ০১ জন (১.৮২%)।

গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ :

মানুষ তার মনের ভাব ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। Saussure (1916) বলেন, ভাষা হলো যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোন সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে ভাষাকে বুঝতে হবে। ভাষা হচ্ছে কাঠামোগত চিহ্ন ব্যবস্থা যা চিন্তার বহি:প্রকাশ ঘটায়। ভাষাকে বুঝতে হলে চিহ্নকে বুঝতে হবে। আর Boas (1966) বলেন, কোন সমাজকে বুঝতে হলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার মাধ্যমে জানতে হবে। আর কোনো ভাষাকে জানতে হলে ঐ সংস্কৃতির আলোকে জানতে হবে। তিনি আরও বলেন, মানুষ সমাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভাষা শিখে থাকে। তবে Chomsky (1957, 1965) বলেন, ভাষা হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাঁর মতে, ভাষা শিখতে ব্যাকরণ জানা জরুরি। ভাষা সৃষ্টিশীল এবং রুপান্তরযোগ্য। এছাড়া সংস্কৃতিভেদে ভাষার রয়েছে বিচিত্র বর্ণ, বর্ণমালা এবং শব্দভান্ডার। ভাষার উৎপত্তি নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত ভেদ রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা থেকে প্রায় সকল ভাষার উৎপত্তি। তারা মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০ থেকে ৩৫০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে ভাষার জন্ম হয়। এছাড়া ভাষাগুলো তারও পূর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫০০ থেকে ৬০০০ অব্দের মধ্যে তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষাবিদরা ধারণা করেন, লিপির যুগ থেকে মানুষ কথা বলছেন। আর বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভাষার লিখিত রূপের আবির্ভাব হয়েছে খ্রি.পূ. ৩৫০০ থেকে ২৯০০-এর মাঝামাঝি সময়ে (চক্রবর্তী ও চক্রবর্তী, ২০১৬ : পৃ.-১৯)।

ভাষাতাত্ত্বিকরা ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাসমূহকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন– (ক) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা : অনুমান করা হয়, নর্ডিক এবং আলপিনি এই দুই নরগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আর্যভাষা প্রচলন করেন। পরবর্তীকালে নামকরণ হয় ইন্দো-ইরানি ভাষা, তারপর ইন্দো-জার্মানি এবং সবশেষে নাম হয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সদস্য হলো গুজরাটি, মারাঠী, সিংহলী, রোমানী, বাংলা, নেপালি ভাষা। আর বাংলাদেশে এই ভাষা পরিবারের সদস্য হলো বাংলা, চাকমা, মণিপুরী, হাজং, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা (খ) দ্রাবিড় ভাষা : ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যতম একটি প্রধান ভাষা হলো দ্রাবিড় ভাষা। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের এক বিশাল ভাষা পরিবার হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষা। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারত উপমহাদেশে দ্রাবিড় ভাষাসমূহ প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের ভাষা হলো তামিল, টোডা, তেলেগু, কানাড়ী, টুলু ইত্যাদি। আর বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের সদস্য হলো ওঁরাও, মালতো, মাহলী ইত্যাদি (গ) অস্ট্রিক ভাষা বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক : আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও চীন পর্যন্ত এ জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষা। বাংলাদেশে প্রচলিত মুণ্ডা, সাঁওতাল, খাসিয়া ইত্যাদি ভাষা অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের সদস্য (ঘ) তিব্বতীয় চৈনিক ভাষা : ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এশিয়া থেকে দক্ষিণে বার্মা (মিয়ানমার) এবং বালিস্টান থেকে পিকিং পর্যন্ত এই ভাষা প্রচলিত। এই পরিবারের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ ভাষা রয়েছে। বাংলাদেশে এ পরিবারের সদস্যরা হলো–মান্দি ভাষা, কোচ, খুমি, লুসাই ইত্যাদি। তিব্বতি চৈনিক পরিবার দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন–তিব্বতি বর্মি এবং চিনা থাই। আবার তিব্বতি বর্মি দুই ভাগে বিভক্ত–ভোট পাহাড়ি ও আসাম বর্মিজ এবং এই আসাম-বর্মিজের একটি শাখা হচ্ছে সাক-লুইস। আর এই শাখার অন্তর্গত ভাষা হলো চাক এবং ঠার ভাষা (সিকদার, ২০১১)।

ছক ১ : ঠার ভাষার ক্রমবিকাশ

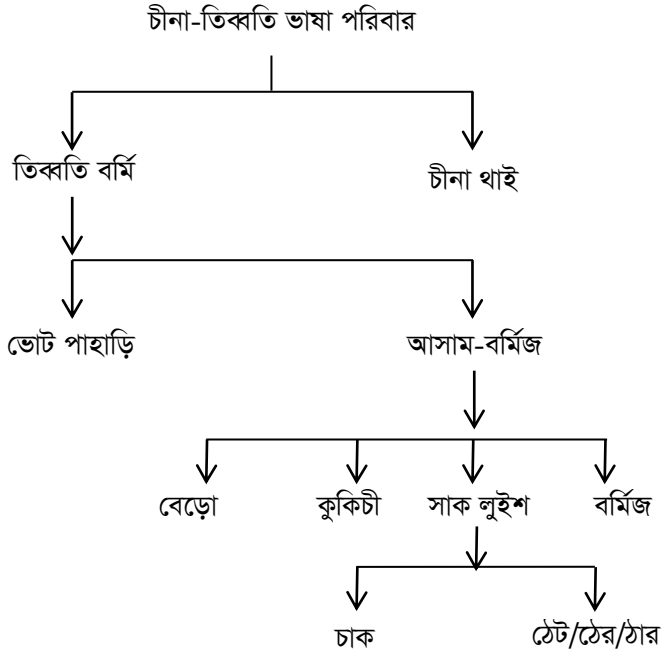

(উৎস : বিশ্বাস, ২০১৫, পৃ-৯৭)

সিকদার (২০১১) তাঁর বাংলাদেশের *আদিবাসী ভাষা* গ্রন্থে বলেন, বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠী জাতিগতভাবে অস্ট্রাল গোত্রের অন্তর্গত এবং তাদের ঠেট বা ঠার ভাষা চীনা-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের সাক-লুইশ শাখার অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত নানা ভাষার আধিপত্য এবং বিশ্বায়নের কারণে বেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা প্রচলিত ভাষার আড়ালে থেকে যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বল্লাল রাজার সঙ্গে বাংলাদেশে আসা মনতং জনগোষ্ঠী কোনো স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং মনতং নামধারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মারমা সংখ্যালঘু এবং যাদের ভাষা ছিল বর্মি, যা তিব্বতি-বর্মিজ পরিবারের ভাষা। শংকরলাল দাশ তার গবেষণায় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের বেদেরা তাদের নিজেদের ভাষাকে ঠার ভাষা বলে পরিচয় দেয় এবং নিজেদের মানতা বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তিনি আরও বলেন, বেদেরা আরাকান রাজ্যের মনতং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অভিবাসী অংশ (দাশ, ২০০৮)। উল্লেখ্য যে, বেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা কোনো উপভাষা নয়। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, উপভাষা হলো প্রমিত ভাষার (Standard Language) পাশাপাশি কোনো অঞ্চলের জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রচলিত ও ব্যবহৃত অঞ্চলিক ভাষা যার ব্যবহার কেবল বিশেষ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যেই সীমিত থাকে (মোরশেদ, ২০১১)। এ বিচারে বিশ্বাস (২০১৫) মনে করেন, ঠার ভাষাকে উপভাষা বলা যায় না। অসীত বরণ পাল (২০০৩) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন, বেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা হলো সাংকেতিক ভাষা। একইভাবে নাজমুন নাহার লাইজু তাঁর *বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়* গ্রন্থে বলেন যে, বেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজস্ব সাংকেতিক ভাষা প্রচলিত রয়েছে যা ঠার ভাষা হিসেবে পরিচিত (লাইজু, ২০১১)। ড. সুকুমার সেন তাঁর *ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে বলেন যে, গোপনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ রকম ভাষাকে সংকেত ভাষা বলা হয় (সেন, ২০১৩)। ঠার ভাষার উৎস নির্ণয়ে এ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দভান্ডার ও ভাষার অন্যান্য উপাদানকে বিবেচনায় নিয়ে ভাষাবিদরা এ ভাষাকে চীনা-তিব্বতি ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক বলেন, ঠার ভাষার সঙ্গে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। তারা ঠার ভাষাকে ভারতীয় আর্য ভাষা বলে মনে করেন। এছাড়া, ঠার ভাষা ও এর ব্যাকরণের গঠন কাঠামো, অলংকরণ ও ব্যবহার অনেকটা বাংলা ভাষা, অসমীয়া বাংলা ও উড়িয়া বাংলার মতো (রহমান, ২০২২)। গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে শত শত বছর ধরে বাস করতে গিয়ে বাংলা অঞ্চলের আধিপত্যশীল বাংলা ভাষার প্রাকৃত রূপ থেকে ঠার ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ, বাক্য ও অন্যান্য উপাদান গৃহীত হয়েছে। সেই হিসাবে এই ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত বলে মনে করেন।

সারণি-৫ : ঠার ভাষা, বাংলা ভাষা (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) এবং অসমীয়া বাংলা (আসাম, ভারত) ভাষার মধ্যে বিরাজমান ছিল

ঠার ভাষা	**বাংলা ভাষা (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)**	**অসমীয়া বাংলা (আসাম, ভারত)**
ঝামি তরে ঝালোবাসি	আমি তোমাকে ভালোবাসি	মুই তোমাকে ভাল পাও
চেভাই	ভাই	ভাই
ঝিলেই	ডবড়াল	বিরালি
দিন	দিন	দিন
কুতিল	কুকুর	কুকুর
দুনিয়া	পৃথিবী, দুনিয়া	পিথিবী
কোহাত	হাত	হাত

(উৎস : রহমান, ২০২২)

যেমন–ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অর্ন্তগত ভাষা ও উপভাষাসমূহের অস্তিত্ব পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশে দেখতে পাওয়া যায় (Quiles, 2017)। উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল স্থানে অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে আর্যভাষা, দ্রাবিড় ভাষা ও তিব্বতীয় চৈনিক ভাষাবংশ অস্ট্রিক ভাষাকে গ্রাস করে ফেলে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় আর্যভাষার মধ্যে অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ভান্ডার রয়েছে। ফলে ধারণা করা এই অঞ্চলে আর্যদের পূর্বে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এছাড়া অস্ট্রিক ভাষার মতো দ্রাবিড় ভাষার শব্দও আর্যভাষায় বিরাজমান। এ থেকে মনে করা হয় যে, আর্যরা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিল। উল্লেখ্য যে, আর্যভাষার প্রধান রুপ সংস্কৃত বা প্রকৃত। এই প্রকৃতের অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি (রায়, ১৪২০)। আর ঠার ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ বাংলা ভাষার আদিরূপ প্রাকৃত থেকে এসেছে (খান, ২০১১)।

সারণি-৬ : ঠার ভাষা, বাংলা ভাষা (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) এবং উড়িয়া বাংলা (উড়িষ্যা, ভারত) ভাষার মধ্যে বিরাজমান ছিল

ঠার ভাষা	**বাংলা ভাষা (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)**	**উড়িয়া বাংলা (উড়িষ্যা, ভারত)**
ঝামি তরে ঝালোবাসি	আমি তোমাকে ভালোবাসি	মু তুমে ভালোবাসে
ঝেতুল, নেতুল	তেঁতুল	তেঁতুলি
ঝাখ	আখ	আখু
ঝিচা	বিছা	বিছা
ঝামার	কামার	কামার
ট্যারা	টেরা	টেরা

(উৎস : রহমান, ২০২২)

সারণি-৫ ও ৬ এ দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যার সম্পর্ক অতি প্রাচীন। পাশাপাশি ঠার ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা এবং আসাম ও উড়িষ্যায় প্রচলিত অসমীয়া বাংলা ও উড়িয়া বাংলার সঙ্গে গভীর মিল রয়েছে।

উল্লেখিত বিশ্লেষণে দেখা যায় ঠার ভাষার উৎস নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। Chomsky মনে করেন, এই বির্তকের অন্যতম কারণ হলো এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় অর্ন্তভুক্ত এবং স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর সকল ভাষাই একই পদবিন্যাস নীতি অনুসরণ করে যা মানুষের অবচেতন মনেই অবস্থান করে। তিনি বলেন, ঠার ভাষা হলো সহজাত যা সসীম শব্দ দিয়ে অসীম বাক্য তৈরি করতে পারে। তিনি আরও বলেন, এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় সংমিশ্রণ ঘটে যা ঠার ভাষায় লক্ষ করা যায় (Chomsky, 1957, 1965)। এছাড়া সময়ের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। আর তাই Saussure সিঙ্কোনিক (synchronic) এবং ডায়াক্রোনিক (diachronic) দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভাষাকে বিশ্লেষণ করেছেন (Saussure, 1916)। সিঙ্কোনিক অনুসন্ধান যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভাষার অবস্থা অধ্যয়ন করে এবং ডায়াক্রোনিক অনুসন্ধান যা সময়ের সাথে ভাষার পরিবর্তন বর্ণনা করে। তবে ভাষার এই পরিবর্তনের কারণ হলো আধিপত্যশীল জনগোষ্ঠীর ভাষা অধঃস্তন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষাকে গ্রাস করে ফেলে (Austin and Sallabank, 2011)।

গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠী ঠার ভাষায় কথা বলে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ঠারভাষী বেদের সংখ্যা ৪০, ০০০ জন। তবে বর্তমান প্রজন্মের ঠার ভাষার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ায় এবং এ ভাষার কোনো লিখিত রূপ না থাকায় ঠার ভাষা বিলুপ্তির পথে। তারা ঝুঁকে পড়ছে আধিপত্যশীল ভাষার প্রতি (বিশ্বাস,

২০১৫,পৃ-৯৭)। সাহিত্যকর্ম এবং বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা না থাকায় ঠার ভাষার উৎস সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। বেদে গবেষক সংকর লাল দাস মনে করেন, অতীতকাল থেকে বেদে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন চটুল গান ও মন্ত্র রচনা করেছে, তবে তা মৌখিক, লিখিত কোনো দলিলে পাওয়া যায় না। তারা ঠার ভাষায় মৌখিক মন্ত্র অতীতকাল থেকে ঝাড়ফুঁকের কাজে ব্যবহার করেছেন (দাশ, ২০১৬)। মালবেদেরা পেশাগত গোপনীয়তার প্রয়োজনে ঠার ভাষা ব্যবহার করেন। এছাড়া এই জনগোষ্ঠী নিজ গোত্রের মধ্যে কথা বলার সময় তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঠার ভাষা ব্যবহার করেন। তবে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

৫.২ গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ আবেগ-অনুভূতিও প্রকাশ করে থাকে। তাই বলা যায়, মানুষের মনের ভাব, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ভাষা। তেমনি মালবেদে জনগোষ্ঠীর আছে নিজস্ব ভাষা যা তারা নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কথা বলার সময় ব্যবহার করেন। তাদের এ ভাষার বর্ণ বা লিপি নেই। এটা একটি কথ্যভাষা, এ ভাষাকে ঠার বা ঠের ভাষা বলা হয়। গবেষণায় দেখা যায় মালবেদেরা নিজেদের সংবেদনশীল ও আপত্তিকর আলোচনা বৃহত্তর সমাজের কাছে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এই ঠার ভাষা ক্যবহার করে যা প্রতিরোধের একটা কৌশল। তবে অতীতকাল থেকে তাদের মধ্যে ছল চাতুরি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রবনতা ছিল। ফলে অনেক সময় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বোকা বানিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা এই ঠার ভাষা ব্যবহার করে। তাই বলে ঠার ভাষাকে চালাকি ভাষা বলা সঠিক হবে না। কারণ ঠার ভাষা হলো মালবেদে জনগোষ্ঠীর সহজাত ভাষা। তাই ঠার ভাষা মালবেদে জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির একটি অংশ। গোপনীয়তা রক্ষা ছাড়াও এই ভাষা নিজেদের মধ্যে চর্চা করে তারা আরামবোধ করে। উল্লেখ্য যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বাংলা ভাষার প্রভাবে ঠার ভাষা প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মালবেদে প্রজন্ম ঠার ভাষার ব্যাপারে উদাসীন ও অনেকক্ষেত্রে অজ্ঞ। তবে মধ্যবয়সি ও প্রবীনরা ঠার ভাষা ধারন ও চর্চা করেন। এই ভাষা সংরক্ষেণের জন্য সম্প্রতি রহমান (২০২২) বেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা নামে একটি বই রচনা করেন যা মালবেদে জনগোষ্ঠীর কাছে খুব সমাদৃত। গবেষণায় দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঠার ভাষার চর্চা কম হয়। ফলে দেখা যায় গবেষক ঠার ভাষা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছে কোনো কিছু জানতে চাইলে অনেকে উত্তর দিতে পারে নাই। কারণ বাংলা ভাষার প্রভাবে ঠার ভাষা ধীরে ধীরে বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে।

সারণি-৭ : নির্বাচিত তথ্যদাতাদের বয়স এবং লিঙ্গভেদে ঠার ভাষা সম্পর্কিত বিন্যাস

বয়স বিন্যাস	তথ্যদাতার সংখ্যা	ঠার ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ/অস্পষ্ট জ্ঞান আছে	নারী তথ্যদাতার সংখ্যা	পুরুষ তথ্যদাতার সংখ্যা	ঠার ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান আছে	নারী তথ্যদাতার সংখ্যা	পুরুষ তথ্যদাতার সংখ্যা
১০-২০	১০	৮	৫	৩	২	১	১
২০-৩০	১৬	১০	৪	৬	৬	৪	২
৩০-৪০	১৩	৩	১	২	১০	৪	৬
৪০-৫০	৯	২	১	১	৭	৩	৪
৫০-৬০	৪	১	১	০	৩	১	২
৬০-৭০	৩	১	০	১	২	১	১
মোট	৫৫	২৫	১২	১৩	৩০	১৪	১৬
	(১০০%)	(৪৫.৪৫%)	(২১.৮২%)	(২৩.৬৩%)	(৫৪.৫৫%)	(২৫.৪৫%)	(২৯.১০%)

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০-২২)

সারণি-৭ এ দেখা যাচ্ছে ৫৫ জন তথ্যদাতার মধ্যে ২৫ (৪৫.৪৫%) জন তথ্যদাতা ঠার ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ/অস্পষ্ট জ্ঞান আছে। এর মধ্যে নারী তথ্যদাতার সংখ্যা ১২ জন (২১.৮২%) এবং পুরুষ তথ্যদাতার সংখ্যা ১৩ জন (২৩.৬৩%)। আবার ৫৫ জন তথ্যদাতার মধ্যে ৩০ (৫৪.৫৫%) জন তথ্যদাতার ঠার ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান আছে। এর মধ্যে নারী তথ্যদাতার ১৪ জন (২৫.৪৫%) এবং পুরুষ তথ্যদাতার ১৬ জন (২৯.১০%)।

ক। গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার শব্দ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার কোন লিখিত রুপ না থাকায় মুখে মুখে এ ভাষা তাদের মধ্যে চর্চা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এ ভাষায় বর্তমানে বয়স্ক মালবেদেরা বেশি কথা বলে এবং নতুন পজন্ম আধিপত্যশীল ভাষা বাংলার প্রভাবে ঠার ভাষার প্রতি তারা উদাসিন। ফলে ঠার ভাষা ধীরে ধীরে বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে ঠার ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনে নিম্নে কিছু ঠার শব্দ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৮ : গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার শব্দ

বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ	বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ	বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ
মেয়ে	নেমরি	কুকুর	ভৈতাল	বাজার	চেজার
ছেলে	নেমরা	ঈান	লেপত	সাপ	মৌরো
মানুষ	চেনুষ	উল	ফলকোই	লবণ	পিঙের
পানি	নিরেনি	মাথা	ঢুগনো	ক্ষমতা	বিগার
নাম	ইামুলি	ঈা	খরপই	সন্তান	চেইচ্চা
ভাত	বতুন	চোখ	গুনারি	ভালো/সুস্থ	নাদ্দি
টাকা	ভিঙ্গে/কনকি	চুল	গেসকই	পুলিশ	লাঠি
নর	মর্দ	মুখ	খুমইর	বিয়ে	ঝিয়ে
নারী	ছানি	অন্ধ	পাঙেনা	খায়/খাই	টাকফাই
গরু	লগরু	কাঁঠাল	ধইদে	আসো	খাউল
আমি	ঝামি	মরিচ	পিলপিলে	যাও	চিলেফা
যাই	চিলাই	চিনি	মদরই	চুপ	নিঠুক
দাম	ঠুল	স্বামী	নুয়ামি	খাবেন?	দুতপি?
তরকারি	লেপন	বউ	ছানি	আসছে/আইছে	খাউলাইছে
চোর	ওইলেং/গোইমার	ঠার	পাতা	চলে গেছে	চিলাইছে
ডাকাত	খাপাইত	কাপড়	দোপুর	গৃহস্থ	গেইল
দাঁত	খোঁজকই	বাচ্চারা	লোপুজ্জি	মাছ	ছাইমলে
জুতা	টুঙা	হ্যাঁ	হগলায়	মুরগি	পাইখলে
ডিম	ডিমেলি	হাঁ	নিটুক	দৌড়	লরফই
ডাল	কোডালি/ডাললুই	লও/নে	লিগলা	গাছ	লাইছলে
ব্যবসা	ঝ্যাপসা	মাটি	খাগি	দেখা/দেখছিস	পাংছিস
দা	বিদরি	ঘর	চিউরি	প্যান্ট	ঝেন
দুধ	বমকই	বাচ্চা	লাউলি	ঘুমাইছে	টুনকাইছে

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০-২২)

খ। মালবেদে জনগোষ্ঠীর সমাার্থক ঠার শব্দ : যে সকল শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে তাকে সমার্থক শব্দ বলে। ঠার ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয় যার উচ্চারণ এবং বানান আলাদা কিন্তু অর্থ এক। নিচে মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার কিছু সমার্থক শব্দ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৯ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর সমার্থক ঠার শব্দ

বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ	ঠার সমার্থক শব্দ
মেয়ে	নেমরি	কাজিম/বহ্নি
ছেলে	নেমরা	ল্যালো/ ন্যালো
টাকা	ভিঙ্গে	থই/কনকি
ভাত	বতুন	দুতি/ লিপতি
গরুর মাংস	লগরুর কুটি	লগরুর চ্যাংস
চুল	গেসকই	তোকতু
তাঁবু	সরকি	ডেরা
পুলিশ	লাঠি	লালোই
বাড়ি	চিউরি	খইলা/খগ
বিয়ে	ঝিয়ে	নিনকানি
মা	মেমরি	আউরি
মাংস	কুটি	চ্যাংস/টিপন
মুরগি	পাইখলে	টুরগি
মুড়ি	ঝুড়ি	খুজনো/ খুড়ি
স্তন	বমকই	ফিটকাই
মানুষ	চেনুষ	খেনুষ
মাটি	ঝাটি	চেমাটি

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

গ। মালবেদে জনগোষ্ঠীর বিপরীতার্থক ঠার শব্দ : কোন একটি শব্দের অর্থ যদি বিপরীত হয়, তাহলে সেই শব্দকে বিপরীত শব্দ বলে। অর্থাৎ একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে। নিচে মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার কিছু বিপরীতার্থক শব্দ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-১০ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর বিপরীতার্থক ঠার শব্দ

বাংলা শব্দ	বাংলা বিপরীত শব্দ	ঠার শব্দ	ঠার বিপরীত শব্দ
আলো	আঁধার	ঝালো	কুধার
উত্তম	অধম	ঝুত্তম	ঝধম
পক্ষ	বিপক্ষ	ঝক্ষ	ঝিপক্ষ
গ্রাম	শহর	গাউটি	নহর
আপন	পর	ঝাপন	ঝর
জীবন	মরণ	ঝিবন	ঝরণ
নর	নারী	নেমরা	নেমরি
নিচে	উপরে	ঝিচে	ঝোপরে
আগে	পিছে	ঝাগে	ঝিছে
গরম	শীত	ঝরম	নিট

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

ঘ। মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার রুপতত্ত্ব : রুপতত্ত্বে শব্দের রুপ ও অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। ঠার ভাষার রুপতত্ত্বের তিনটি প্রধান বিষয় নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো-

খাঁটি শব্দ-১ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষায় কিছু সংখ্যক খাঁটি শব্দ রয়েছে। এই শব্দগুলি প্রচলিত আর কোনো ভাষাতে লক্ষ করা যায় না। যেমন–

সারণি-১১ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার খাঁটি শব্দ

ঠার ভাষা	বাংলা ভাষা	ঠার ভাষা	বাংলা ভাষা
নিরানি/নিরেনি	পানি	পিলপিলে	মরিচ
বতুন	ভাত	মৌরো	সাপ
লেপুন	তরকারি	বিদরি	দা/বটি
লেপতো	পান	বোমকই	দুধ
বিরকি	নৌকা	সিতের	বিষ
ভিঙ্গে/কোনকি	টাকা	দইদন	চুন
পিঙের	লবণ	আউর/আমরি	মা

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

২। বাংলা শব্দ এবং ঠার শব্দের সাদৃশ্য : বাংলা কিছু শব্দ অপরিবর্তনীয়ভাবে ঠার ভাষায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। যেমন-

সারণি-১২ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর অপরিবর্তনীয় ঠার শব্দ

বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ	বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ
কোথায়	কোথায়	দাড়ি	দাড়ি
যেমন	যেমন	তিরাশি	তিরাশি
ইয়	নয়	তেইশ	তেইশ
দিন	দিন	জ্বর	জ্বর
এাস	মাস	যখন	যখন
কি	কি	রাজি	রাজি
বছর	বছর	বৈশাখ	বৈশাখ
বিকাল	বিকাল	ডান	ডান
তেরো	তেরো	তেপ্পান্ন	তেপ্পান্ন
কোথায়	কোথায়	নুপুর	নুপুর

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

৩। ঠার ভাষার সামান্য পরিবর্তিত রুপ : বাংলা ভাষার কিছু শব্দ সামান্য পরিবর্তন হয়ে ঠার ভাষায় ব্যবহার হয়। যেমন–

Jagannath University Journal of Social Sceicne,
Vol. 13. Issue 1, 2024-2025, https://doi.org/10.3329/jnujss.v13i87549

সারণি-১৩ : ঠার ভাষায় বাংলা শব্দের সামান্য পরিবর্তিত ব্যবহার

বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ	বাংলা শব্দ	ঠার শব্দ
খেলা	ঝেলা	ছাতা	নাতা
কপাল	ঝপাল	সঠিক	নঠিক
কাগজ	ঝাগজ	ছাগণ	নাগল
কাল	ঝাল	সবজি	নবজি
মানুষ	চেনুষ	ছাব্বিশ	নাব্বিশ
বারো	ঝারো	বমি	ঝমি
চাকরি	নাকরি	চশমা	ঝশমা
কলম	ঝলম	চৌদ্দ	পনৌদ্দ
মাংস	চ্যাংস	চেয়ার	পনয়ার

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

ঙ। মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার বাক্য : বিশ্বায়নের ফলে মালবেদে জনগোষ্ঠী প্রভাবশালী বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি (শিক্ষিত মালবেদে) ও হিন্দি ভাষাও বুঝতে এবং বলতে পারে। ফলে অতীতের মতো তাদের মধ্যে ঠার ভাষা চর্চা হয় না। তবে নিজেদের মধে মনের ভাব প্রকাশ এবং বৃহত্তর সমাজে নিজেদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনে ঠার ভাষা ব্যবহার করে। নিম্নে ঠার ভাষার কিছু বাক্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-১৪ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার বাক্য

বাংলা বাক্য	ঠার বাক্য
আমি ভাত খাই	ঝামি বতুন টাকফাই/দুতফায়
আমি ঘুমাই	ঝামি সুগলাই
চলে গেছে	চিলাইছে
এদিকে আসো	ঝেখানে খাউল
চলে যাও	চিলেফা
ভাত খাবেন?	বতুন দুতপি?
বাচ্চারা কি ভাত খাইছে?	লোলপুজ্জি বতুন দুত ফাইছে?
পান নিয়ে আসো	লেপত লিগলে আউল
পানি খাবো	নিরেনি দতপ
বাড়ি কোথায়?	চিউরি ঝনে?
পানি নিয়ে আসো	নিরেনি লিগলে খাউল
মানতার ভাত উঠে গেল	চেংতার বতুন খুইটফে চিলাইল
শরীরে কাপড় নাই কেন?	নরীলে দোপড় নিটুক ঝেন?
কাপড়টা ভালো না	তরি নাদ্দি নিটুক

বাংলা বাক্য	ঠার বাক্য
নেংটা কেন?	ঝোংটা ঝেন?
এলাকার মানুষ ভালো না	ঝেলাকার চেনুষ নাদ্দিনা/নাদ্দি নিটুক
গৃহস্থরা ভালো না	ঝেল নাদ্দি না/নাদ্দি নিটুক
সিগারেট খাবো	নিগারেট দতপ
মোরগ কাটছে/জবাই করছে	মোরগা হুতলাইছে
কোথায় যাস?	ঝনে চিলাইস?
আমারে মারছে	যামারে পুকাইছে
লোকটা চোর	চেনুষ ওইলেং/খাফাইত
বিয়ে খেতে যাবি/যাবা	ঝিয়ের দুতন খাছরে চিলেবি?
বিয়েতে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এসো/আনিস না	ঝিয়ে লোলপজ্জি খানফাইস না
আসো/চল বাজারে যাই	খাউল চেজারে চিলাই
প্যান্ট পড়ে আসো	ঝেন টইরফে খাউল
লোকটা/মানুষটা ভালো না	চেনুষ নাদ্দি না
বাচ্চারা কি স্কুলে গেছে?	লোলপুজ্জি ঝিছপুলে চিলাইছে?
আমার শরীর ভালো না	ঝামার নরীল নাদ্দি না
আমার জ্বর আইছে	ঝামার জ্বরসানি খাউলাইছে
নামায পড়ছিস	নামাজ টরফাইছিস
ভাত খাবেন?	বতুন দুতপি?
ভাত নাই	বতুন নিঠু

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

চ। মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার বাক্যতত্ত্ব : বাংলা ভাষার মতোই ঠার ভাষার গঠন পদ্ধতি। মাধারণত কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া এই রীতিতে বাক্য গঠিত হয়। এখানে ঠার ভাষার কিছু বাক্য দেখানো হলো–

সারণি-১৫ : মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষার বাক্য গঠন পদ্ধতি

বাংলা বাক্য	ঠার বাক্য
সে ভাত খায়	ঝেইতি বতুন দুতফায়
আমি ঢাকায় যাব	ঝামি বরখতি চিলেফাবো
আমি বাজারে যাব	ঝামি চেজারে চিলেফাবো
সে ভাত রান্না করছে	ঝেইতি বতুন কুন্দাচ্ছে
আমি বই পড়ছি	ঝামি ঝই পড়ফাইছি
তারা স্কুলে যায়	ঝারা ঝিস্কুলে চিলেফায়
সে চিঠি লিখছে	ঝইতি ন্যাপ্তর লিখফাইছে

(উৎস : মাঠ-কর্ম ২০২০-২২)

মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা হলো এক ধরনের প্রতীকী পুঁজি যা তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিজেদের সাংস্কৃতিক চর্চার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করে। যার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায়। গবেষিত জনগোষ্ঠীর সদরল আলম বেদে বলেন, *আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকে অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। আর এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে তারা বৃহত্তর সমাজে এবং পুলিশের সামনে গোপনীয়তা রক্ষায় বাংলার পরিবর্তে ঠার ভাষায় কথা বলে। কারণ ঠার ভাষা বৃহত্তর বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী বুঝতে পারে না।* তবে ইতিবাচক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা ঠার ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় কথা বলে। কারণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেন সহজেই তাদের কথা বুঝতে পারে। ফলে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে তারা ঠার ও বাংলা উভয় ভাষা ব্যবহার করে। পাশাপাশি ভাষা ব্যবহার মালবেদেরা এক ধরনের ক্ষমতার চর্চা করছে এবং অন্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে। আবার অনুসন্ধানে দেখা যায় ঠার ভাষা অনেক সময় প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নেতিবাচক আচরণে অনেক সময় প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে পারে না। এক্ষেত্রে মালবেদে জনগোষ্ঠী তাদের মনের ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি ঠার ভাষা ব্যবহার করে প্রকাশ করে। এ বিষয়ে মনিরুল বেদে বলেন, *মালবেদে জনগোষ্ঠী বৃহত্তর বাঙ্গালিদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ, বিচার-সালিশ ও নির্বাচনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গোপনীয়তার প্রয়োজনে ঠার ভাষা ব্যবহার করে। কারণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেন তাদের কৌশল বুঝতে না পারে।* তবে ঠার ভাষা নতুন প্রজন্ম বৃহত্তর বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর বাংলা ভাষার প্রভাবে কম ব্যবহার করে। এমনকি অনেকে ঠার ভাষা বলতে বা বুঝতে পারে না। খাদেম বেদে বলেন, *আমি ঠার ভাষায় কথা বলতে পারি। কিন্তু আমার ছেলে ঠার ভাষা ভাল বলতে পারে না এবং ঠার ভাষার প্রতি তার আগ্রহ কম। কারণ সে স্কুলে যায়। আর স্কুলে লেখাপড়ার মাধ্যম হলো বাংলা। আর যারা স্কুলে যায় না বাংলা ভাষার প্রভাবে ঠার ভাষার প্রতি তারাও উদাসীন*। যেহেতু ঠার ভাষার লিখিত রুপ নেই; ফলে বাংলা ভাষার প্রভাবে ঠার ভাষা ধীরে ধীরে বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই ঠার ভাষা সংরক্ষণে প্রয়োজন জরুরী পদক্ষেপ।

উপসংহার :

মুন্সিগঞ্জের মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্যে হলো তাদের ভাষিক পরিচয় অনুসন্ধান এবং সংরক্ষণের প্রয়াস। এই উদ্দেশ্যে নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ মাঠকর্মের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। মালবেদে জনগোষ্ঠীর ঠার ভাষা হলো সহজাত ভাষা যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষার শব্দ সন্নিবেশিত এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আর এ কারণেই ঠার ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা এবং আসাম ও উড়িষ্যায় প্রচলিত অসমীয়া বাংলা ও উড়িয়া বাংলার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বিশ্বায়ন এবং আধিপত্যশীল বাংলা ভাষার প্রভাবে মালবেদে জনগোষ্ঠীর নতুন প্রজন্ম এই ঠার ভাষা কম চর্চা করে। গবেষণায় দেখা যায় ঠার ভাষার বিষয়ে নতুন প্রজন্ম উদাসীন এবং অজ্ঞ। কিন্তু মধ্যবয়সি এবং বয়স্কদের মধ্যে ঠার ভাষা চর্চার প্রবনতা রয়েছে। বৃহত্তর বাংলা ভাষাভাষী যেহেতু ঠার ভাষা বুঝে না, তাই অনেক সময় মালবেদেরা ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক গোপনীয়তার প্রয়োজনে অনেক সময় বৃহত্তর সমাজে ঠার ভাষায় কথা বলে। এক্ষেত্রে ঠার ভাষাকে তারা প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। তাই এই ভাষাকে গোপন এবং ঠগী ভাষা বলা সমীচিন হবে না। উল্লেখ্য মালবেদে জনগোষ্ঠী সাধারণত আপত্তিকর বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বৃহত্তর সমাজে এই ঠার ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তবে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ে তাদের অনেকে ঠার ভাষায় কথা বলতে আরামবোধ করে। অনুসন্ধানে দেখা যায় ঠার ভাষার কোনো লিখিত রুপ না থাকায় আধিপত্য ভাষার প্রভাবে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই সরকারের উচিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঠার ভাষাকে সংরক্ষণ করা।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahearn, L. M. (2021). Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology. New Jersey, USA: Wiley-Blackwell.

Annamalai, E. (2010). Politics of language in India. In P. R. Brass (ed.). Routledge Handbook of South Asian Politics. England: Routledge.

Austin, P. K. & Sallabank, J. (2011). The Cambridge Handbook of Endangered Languages. UK: Cambridge University Press.

Boas, F. (1966). *Introduction to Handbook of American Indian Languages*. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. UK: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge. Massachusetts: MIT Press.

Fishman, J. (1991). Reversing Language Shift: Theory and Practice of Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters.

Giles, H., Bourhis, R.Y. & Taylor, D.M. (1977). Towards a theory of language in ethnic group relations. In H. Giles (Ed.). Language, Ethnicity and Intergroup Relations. (pp. 307-348). London, UK: Academic Press.

Mohsin, A. (2003). Language, Identity, and the State in Bangladesh. In M. E. Brown & S. Ganguly (Eds.). Fighting Words: Language Policy and Ethnic Relations in Asia (pp. 81-104). Cambridge: The MIT Press.

Quiles, C. (2017). *Indo-European demic diffusion model* (2nd ed.). Badajoz, Spain: Universidad de Extremadura.

Saussure, F. (1916). *Course in General Linguistics*. (Eds) Charles Bally and Albert Sechehaye In collaboration with Albert Rledlinger. Translated, with an introduction and notes by Wade Baskin. New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company.

Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance*: Hidden Transcripts., New Haven and London: Yale University Press.

Uddin, S. M. (2006). *Constructing Bangladesh: Religion, Ethnicity, and Language in an Islamic Nation*. Muslim Civilization and Muslim Networks. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Wise, J. (1883*). Notes On the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal*. London, Harrison & Sons.

খান, জয়নাল আবেদীন (২০১১)। বেদে, বাংলাপিডিয়া, ঢাকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ৯ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫-৪৪৭।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার এবং চক্রবর্তী, নীলিমা (২০১৬)। *ভাষাবিজ্ঞান*। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং।

দাশ, শঙ্কর লাল (২০১৬)। 'বেদে-বেদেনীর বিচিত্র জীবনধারা', ঢাকা : *দৈনিক জনকণ্ঠ*।

দাশ, শঙ্কর লাল (২০০৮)। মানতা সম্প্রদায়ের জীবিকার সংকট ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন। ঢাকা : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ ।

পাল, অসিত বরণ (২০০৩)। সাটুরিয়া সান্দার বেদে সম্প্রদায় : একটি জাতি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা, ২১ খণ্ড, ২ সংখ্যা, ঢাকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* ।

বিশ্বাস, রঞ্জনা (২০১৫)। *বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*। কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫ : মধ্যমা মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (২০১১)। 'উপভাষা', বাংলাপিডিয়া, ঢাকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*।

রহমান, হাবিবুর (২০২২)। *ঠার : বেদে জনগোষ্ঠীর ভাষা*। ঢাকা-১২০৭ : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

রায়, নীহারঞ্জন (বাংলা ১৪২০)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদি পর্ব*।কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং হাউজ, পৃ. ৪১-৪৮।

লাইজু, নাজমুন নাহার (২০১১)। *বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়*। ঢাকা : শোভা প্রকাশ।

সিকদার, সৌরভ (২০১১)। *বাংলাদেশের আধিবাসী ভাষা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি ।

সেন, সুকুমার (২০১৩)। ভাষার ইতিবৃত্ত। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।